



36883 - মুযদালফির পথে ও মুযদালফিতে যে ভুলগুলো হয়ে থাকে

প্রশ্ন

মুযদালফির উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে আমাদেরকে কী কী ত্রুটি থেকে বাঁচতে থাকার উপদশে দাবিনে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: আরাফার ময়দান থেকে মুযদালফায় আসার ক্ষেত্রে যে ভুলগুলো ঘটে থাকে এগুলোর মধ্যে রয়েছে:

এক:

আরাফা থেকে মুযদালফিতে আসার সময় হাজীসাহবেগণ একে অপরের সাথে ধাক্কাধাক্কি করা। অতি দ্রুত চলা; যার ফলে কখনও কখনও গাড়ীর সাথে এক্সিডেন্ট হয়। অথচ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাফার ময়দান থেকে ধীরস্থিরে রওয়ানা হয়েছেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রওয়ানা হওয়ার পর তাঁর উটনী ‘কাসওয়া’ এর লাগাম টেনে ধরে তাঁর সম্মানতি হাত দিয়ে বলছেন: ওহে ভাইসব! ধীরে চলুন, ধীরে চলুন। তবে তা সত্ত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন খালি জায়গা পেয়েছেন দ্রুত চলছেন। যখন কোন টলি পার হতেন তখন উটের লাগাম ঢলি করে দিতেন, যাতা করে উটনীটা উপরে উঠতে পারে। অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চলার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি বিবেচনায় রাখতেন। কনিতু, যখন বিষয়টি এমন হবে যে, জেরে চলা উত্তম; নাকি আস্তে চলা; সক্ষেত্রে আস্তে চলাই উত্তম।

দুই:

কছু কছু মানুষ মুযদালফিতে না পৌঁছেই অবস্থান গ্রহণ করেন। বিশেষতঃ যারা হুটে হুটে যান তারা। হুটতে হুটতে তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়েন। যার ফলে তারা মুযদালফিতে পৌঁছার আগাই অবস্থান গ্রহণ করেন। ফজরের নামায আদায় করা পর্যন্ত তারা সেখানে থেকে যান। এরপর তারা সেখান থেকে মীনার উদ্দেশ্যে গমন করেন। যে ব্যক্তি এমনটা করেছে তার মুযদালফিতে রাত্রি যাপন ছুটে গেছে। এটি খুবই জঘন্য বিষয়। কারণ মুযদালফিতে রাত্রি যাপন কোন কোন আলমের মতে, হজ্জের একটি রুকন। জমহুর আলমের মতে, এটি হজ্জের একটি ওয়াজবি। আর কোন কোন আলমের মতে, এটি সুন্নত। সঠিক অভিমত হচ্ছে- এটি ওয়াজবি এবং হাজীসাহবের কর্তব্য হচ্ছে- মুযদালফিতে রাত্রি যাপন করা এবং

শরিয়তপ্রণতো যবে নরিদষ্টি সময়রে আগবে মুযদালফি ত্যাগ করার অনুমতি দিয়েন সবে সময়রে আগবে মুযদালফি ত্যাগ না করা।
অচরিহে সবে আলোচনা আসবে।

তনি:

কছু কছু মানুষ মুযদালফিতে পটৌছার আগবে পথমিধ্যবে সাধারণ অবস্থার মত মাগরিবি ও এশার নামায আদায় করে ফলেনে; এটি সুননতরে বরখলোফ। কনেনা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন পথমিধ্যবে নামলনে এবং প্রস্রাব করে ওয়ু করলনে তখন উসামা বনি যায়দে (রাঃ) বললনে: ইয়া রাসূলুল্লাহ? তখন তিনি বললনে: নামায সামনে।”[সহিহ বুখারী (১৬৬৯) ও সহিহ মুসলিম (১২৮০)] নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই থাকলনে। মুযদালফিতে পটৌছে তিনি নামায আদায় করলনে। এশার নামাযরে ওয়াক্ত প্রবশে করার পর তিনি মুযদালফিতে পটৌছেলনে। তিনি মাগরিবি ও এশার নামায জময়ে-তাখরি (বলিম্বে একত্রীকরণ) করে আদায় করছেলনে।

চার:

কছু কছু মানুষ এশার নামাযরে ওয়াক্ত পার হয়ে গলেও মুযদালফিতে না পটৌছার কারণে মাগরিবি-এশার নামায আদায় করনে না। এটি জায়যে নয়; বরং হারাম ও কবরি গুনাহ। কারণ কুরআন-হাদসিরে দললিরে ভিত্তিতে, নামাযকে তার নরিদষ্টি সময় থেকে বলিম্বে আদায় করা হারাম। আল্লাহ তাআলা বলনে: “নরিধারতি সময়ে নামায আদায় করা মুমনিদরে উপর অবশ্য কর্তব্য।”[সূরা নসিা, আয়াত: ১০৩] নামাযরে এ সময়সীমা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করছেলনে। আল্লাহ তাআলা বলনে: “যবে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারখো লঙ্ঘন করে সবে নজিরে উপর অত্যাচার করে।”[সূরা ত্বালাক, আয়াত: ১] আল্লাহ তাআলা আরও বলনে: “আর যারা আল্লাহর সীমারখো লঙ্ঘন করে তারাই যালমি।”[সূরা বাক্বারা, আয়াত: ২২৯] অতএব, হাজীসাহবে যদি এই আশংকা করনে যবে, মুযদালফিতে পটৌছার আগবে এশার নামাযরে ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে সক্ষেত্রে তাঁর উপর আবশ্যক হচ্ছ- নামায আদায় করে নয়ো। এমনকি মুযদালফিতে না পটৌছলেও; তিনি যবে অবস্থায় আছনে সবে অবস্থাতহে নামায আদায় করে নবিনে। যদি তিনি পদব্রজী হন তাহলে দাঁড়িয়ে কয়াম ও রুক-সজিদাসহ নামায আদায় করে নবিনে। আর যদি আরোহী হন এবং নামা সম্ভবপর না হয় তাহলে গাড়ীতে থেকে হলও নামায আদায় করে নবিনে। এর দললি হচ্ছ আল্লাহ তাআলার বাণী: “তোমরা আল্লাহকে সাধ্যানুযায়ী ভয় কর।”[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬] যদিও গাড়ী থেকে নামতহে না পারার সম্ভাবনাটি একবোরহে দূরবর্তী। কারণ প্রত্যকে মানুষই রাস্তার ডানপার্শ্বে বা বামপার্শ্বে নমে নামায পড়তে পারনে।

মোটেকথা: কারো জন্য মাগরিবি ও এশার নামায আদায়ে এত বলিম্বে করা জায়যে হবহে না যাতহে করে এশার ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়- এই যুক্তিতে যবে, তিনি সুন্নাহর অনুসরণ করতে চান এবং মুযদালফিতে না পটৌছে নামায পড়বনে না। কনেনা এত দরৌ করাটা সুন্নাহর বরখলোফ। যহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দরৌ করছেলনে ঠিকি; তবহে তিনি ওয়াক্তরে মধ্যবে



নামায আদায় করছেন।

পাঁচ:

কিছু কিছু হাজীসাহবে ফজররে নামাযরে ওয়াক্ত হওয়ার আগই নামায পড়ে ফেলেন। নামায পড়ই তারা রওয়ানা হয়ে যান। এটি মারাত্মক ভুল। কারণ ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায আদায় করলে নামায কবুল হবে না। বরং তা হারাম কাজ। কেননা সটো আল্লাহর সীমারখোর লঙ্ঘন। যহেতু নামাযরে ওয়াক্ত নরিধারতি। শরয়িত ওয়াক্তরে শুরু ও শেষে নরিধারণ করে দয়িছে। অতএব, কারো জন্য ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায আদায় করা জায়যে নয়।

এ কারণে হাজীসাহবেরে উপর আবশ্যক হল এ বিষয়ে সাবধান থাকা এবং ফজররে ওয়াক্ত হওয়া নশ্চিতি হওয়ার পর বা প্রবল ধারণা হওয়ার পর ফজররে নামায আদায় করা। এটা ঠকি য়ে, মুযদালফিতে ফজররে নামায আগে আগে আদায় করা বাঞ্ছনীয়। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগে আগে আদায় করছেন। কনিতু এর অর্থ এ নয় য়ে, ওয়াক্ত হওয়ার আগে নামায পড়া হবে। সুতরাং এ ব্যাপারে হাজীসাহবেগণ সতর্ক থাকুন।

ছয়:

কিছু কিছু হাজীসাহবে মুযদালফিতে কিছুমাত্র সময়ও অবস্থান না করে মুযদালফি ত্যাগ করেন। আপনদিখেবনে, তিনি চলার মধ্যই আছেন এবং অতক্রিম করে যাচ্ছেন; থামছেন না। তিনি বলেন: অতক্রিম করে যাওয়াই তো যথেষ্ট। এটি মহা ভুল। কারণ অতক্রিম করা যথেষ্ট নয়। বরং সুন্নাহ প্রমাণ করে য়ে, হাজীসাহবে মুযদালফিতে ফজররে নামায পড়া পর্যন্ত অবস্থান করবনে। এরপর আল-মাশআরুল হারামরে নকিটে অবস্থান করে খুব ফরসা হওয়া (খুব ফরসা হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- সূর্যযোদয়ের পূর্বে দনিরে আলো ছড়িয়ে পড়া) পর্যন্ত আল্লাহর কাছে দোয়া করবনে। এরপর মীনার উদ্দেশ্যে মুযদালফি ত্যাগ করবনে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবাররে মধ্য য়ারা শারীরিকভাবে দুর্বল ছিলনে তাদরেকে রাত থাকতই মুযদালফি ত্যাগ করার অনুমতি দয়িছেন। আসমা বনিতে আবু বকর (রাঃ) চন্দ্র অস্ত যাওয়ার অপেক্ষায় থাকতনে। চন্দ্র অস্ত গেলে তিনি মুযদালফি হতে মীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হতনে।

(ওজরগ্রস্তদের) আগে চলে যাওয়ার সময়টা চন্দ্র অস্ত যাওয়ার সাথে নরিদষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। কেননা এটা একজন সাহাবীর আমল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পরিবাররে যারা দুর্বল ছিলনে তাদরেকে রাত মুযদালফি ত্যাগ করার অনুমতি দয়িছেন; কনিতু রাতরে কখন তারা মুযদালফি ত্যাগ করবে সটো তিনি স্পষ্ট করনেন। এ সাহাবীর এ আমল সে অস্পষ্টতাকে স্পষ্ট করে দিচ্ছে। তাই দুর্বল ও অন্য যাদরে জন্য মানুষরে ভড়ি গমন করা কষ্টকর তাদরে মুযদালফি ত্যাগ করার জন্য এ সময়টকি তথা চন্দ্র অস্ত যাওয়াকে নরিদষ্টি করা বাঞ্ছনীয়। মাসরে ১০ তারখি রাতরে চন্দ্র নশ্চিতিভাবে মধ্যরাতরে পরই অস্ত যাবে এবং তখন রাতরে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ কটে যাবে।



সাত:

কিছু কিছু মানুষ মুযদালফিার রাত নামায আদায়, কুরআন তলোওয়াত ও যকিরিরে মাধ্যমে কাটায়। এটি সুন্নাহ বরিশী। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ রাতে এ ধরণের কোন ইবাদত করেননি। বরং সহিহ মুসলমি জাবরে (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে এসেছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামায আদায় করার পর ফজর হওয়া পর্যন্ত বশিরাম করছেন। ফজর হওয়ার পর তিনি ফজরের নামায আদায় করছেন। এ হাদিস প্রমাণ করে যে, ঐ রাতে কোন তাহাজ্জুদে নামায, ইবাদত বন্দগী, তাসবহি, যকিরি-আযকার বা কুরআন তলোওয়াত নাই।

আট:

কিছু কিছু হাজীসাহবে সূর্যোদয় পর্যন্ত মুযদালফিতে অবস্থান করেন এবং মুযদালফিতে ইশরাকের নামায আদায় করেন; এরপর রওয়ানা হন। এটিও ভুল। কেননা তা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শের খলোফ এবং মুশরকিদে আদর্শের মোতাবেক। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুযদালফি থেকে আকাশ ভালভাবে ফরসা হওয়ার পর সূর্যোদয়ের আগাই রওয়ানা হয়েছেন। আর মুশরকিরো সূর্যোদয় পর্যন্ত অপেক্ষা করত।

অতএব, যে ব্যক্তি সূর্যোদয় পর্যন্ত সময় আল্লাহর ইবাদত হিসেবে অপেক্ষা করবে সেটা মুশরকিদে সাথে সাদৃশ্য হয়ে যাবে এবং সাইয়্যদুল মুরসালিনি এর সুন্নতের খলোফ হবে।